ইমপেল ২০ এস এল
(ইমিডাক্লোপ্রিড)

ইমপেল ২০ এস এল একটি অন্তর্বাহী, স্পর্শক এবং পাকস্থলীয় ক্রিয়া সম্পন্ন ক্লোরোনিকোটিনাইল শ্রেণীর কীটনাশক। প্রতি লিটারে আছে ২০০ গ্রাম ইমিডাক্লোপ্রিড।

ইমপেল ২০ এস এল কেন ব্যবহার করবেন ঃ

- ☑ **ইমপেল ২০ এস এল** এর সক্রিয় উপাদান ইমিডাক্লোপ্রিড যাহা পোকার নার্ভাস সিস্টেমের উপর কাজ করে।
- ☑ **ইমপেল ২০ এস এল** তাৎক্ষনিকভাবে গাছের রস শুষে খাওয়া পোকা ও চিবিয়ে খাওয়া পোকার বিরুদ্ধে কাজ করে ও গাছের দীর্ঘ সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
- ☑ **ইমপেল ২০ এস এল** দিয়ে বীজ শোধন, পাতায় স্প্রে অথবা গাছের গোড়ার মাটিতে ব্যবহার করে ফসলকে ক্ষতিকর পোকার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।
- ☑ **ইমপেল ২০ এস এল** দিয়ে তুলা, ধান, গম, ভুট্টা ও বিভিন্ন প্রকার সবজি় বীজ শোধন করা যায় এবং **ইমপেল** উপকারী পোকার জন্য অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর তাই এটি সেরা।

ইমপেল ২০ এস এল এর প্রয়োগমাত্রা ঃ

ফসল	ক্ষতিকর পোকা	৫ শতাংশ জমিতে (১০ লিঃ পানিতে)	হেক্টর প্রতি মাত্রা
ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	২.৫ মিঃ লিঃ	১২৫ মিঃ লিঃ
চা	উঁইপোকা	৩০ মিঃ লিঃ	১.৫ লিটার
তুলা	জাব পোকা, সাদা মাছি ও জ্যাসিড	১২ মিঃ লিঃ	৬০০ মিঃ লিঃ
আখ	উঁইপোকা	২০ মিঃ লিঃ	১ লিটার
সীম, আলু, টমেটো, পটল, করলা, বরবটি, মরিচ	জাব পোকা	১০ মিঃ লিঃ	৫০০ মিঃ লিঃ

সাবধানতা ঃ

ইমপেল ২০ এস এল ক্ষেতে ছিটানোর সময় নিরাপত্তামূলক বস্ত্র পরিধান করুন। ধুমপান, আহার এবং পানীয় গ্রহন করবেন না। ব্যবহৃত খালি বোতল পাংচার করে নষ্ট করে ফেলুন। ঔষধ ছিটাবার পর ফসল অনুযায়ী ৭ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত ফসল খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

প্রতিষেধক ঃ কোন নির্দিষ্ট প্রতিষেধক নেই। লক্ষন অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

প্যাকিং ঃ ২৫ মি: লি:, ৫০ মি: লি:, ১০০ মি: লি:।

রেজিষ্ট্রেশন নং ঃ এপি ১২৭০

প্রস্তুতকারক ঃ প্যাসিফিক এগ্রিসাইন্স প্রাঃ লিঃ, সিংঙ্গাপুর।